পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১২শ সংখ্যা, অপরা একাদশী,
২২শে মে, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভক্তিযোগ

(প্রথম পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** ভক্তিযোগের স্বাতন্ত্র্য –** সাধারণত মানুষ মনে করে যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সকাম কর্ম করার ফলে পরম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পারমার্থিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ কেউ মনে করে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে আরেক ধরনের কর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ কর্ম এবং জ্ঞানের অতীত। ভক্তিযোগ জ্ঞান অথবা কর্ম থেকে স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে, জ্ঞান এবং কর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের অধীন। এই ক্রিয়াযোগ অথবা কর্মযোগ, যে সম্বন্ধে শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তা বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কেন না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভগবান চান না যে তাঁর সন্তানেরা অর্থাৎ জীবেরা জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করুক, তিনি চান যে তারা সকলেই যেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করে। কিন্তু ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কর্ম করা হয় তখন কর্মের প্রভাবে জীব ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা। তাই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত কর্মের অধীন। অন্যান্য জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ তা মুক্তি পর্যন্ত দান করতে পারে না, যা ইতিমধ্যে ''নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতম্'' শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভক্ত যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, বিশেষ করে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে, তখন ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, যা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। **(শ্রী.ভা. ১.৫.৩৫)**
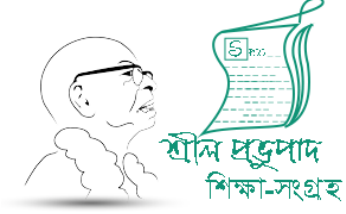
*****ভক্তিযোগের প্রভাব - অনর্থ-নিবৃত্তি –** এখানে যে ধ্যানের পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে তা ভক্তিযোগের পন্থা, যা জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থা। জ্ঞান-যোগ জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। কেউ যখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ পূর্বের বর্ণনা অনুসারে নিবৃত্ত হন বা সমস্ত জড়-জাগতিক প্রয়োজন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভক্তিযোগের পন্থা সম্পাদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই ভক্তিযোগ জ্ঞান-যোগও নিহিত রয়েছে, অথবা শুদ্ধ ভক্তির পন্থা যুগপৎ জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্যও সাধন করে; শুদ্ধ ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। ভক্তিযোগের এই প্রভাবকে বলা হয় অনর্থ-নিবৃত্তি। ভক্তিযোগের প্রগতির প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান অনর্থ-নিবৃত্তির দ্বারা তার প্রভাব প্রদর্শন করবে। সবচাইতে গভীর অনর্থ, যা বদ্ধ জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে তা হচ্ছে যৌন বাসনা, এবং এই যৌন বাসনার চরম প্রকাশ হচ্ছে নর-নারীর মিলন। নর-নারীর মিলনের ফলে যৌন বাসনা পুনরায় বর্ধিত হয় গৃহ, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে। এগুলি লাভ হলে বদ্ধ জীব এগুলির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন মিথ্যা অহঙ্কার বা 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকট হয়; তখন যৌন-বাসনা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক, পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা এবং অন্যান্য নানা প্রকার কার্যকলাপে প্রসারিত হয়, যা সমুদ্রে তরঙ্গের উপরের ফেনার মতো ক্ষনিকের জন্য অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়ে পর মুহূর্তে আকাশের মেঘের মতো মিলিয়ে যায়। বদ্ধজীব এই প্রকার বস্তুসমূহের দ্বারা তথা যৌন-বাসনা প্রসূত বস্তুসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তাই ভক্তিযোগের প্রভাবে ধীরে ধীরে যৌন-বাসনা, যার সূক্ষ্ম প্রকাশ হচ্ছে লাভ, পূজা এবং প্রতিষ্ঠা, তা ধীরে ধীরে লোপ পায়। সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার দ্বারা উন্মাদগ্রস্ত, এবং কে কতটা যৌন-বাসনাভিত্তিক জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতি গ্রাস অন্ন ভোজনের ফলে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি অনুভব করা যায়, ঠিক তেমনই পারমার্থিক উন্নতির মাত্রা নির্ধারণ করা যায় যৌন-বাসনার নিবৃত্তির মাত্রা অনুসারে। ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে বিভিন্ন প্রকার যৌন-বাসনার নিবৃত্তি হয়, কেননা ভক্তিযোগের অনুশীলন করলে ভগবানের কৃপায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদয় হয়। এমনকি জাগতিক বিচারে ভক্ত উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত সদ্ গুণাবলীর উদয় হয়ে থাকে। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা, এবং যদি বিচারপূর্বক জানা যায় যে, কোন কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক, তখন জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তু ত্যাগ করে থাকেন। যখন বদ্ধ জীব জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বুঝতে পারেন যে, জড়জাগতিক সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অবাঞ্ছিত, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির প্রতি অনাসক্ত হন। জ্ঞানের এই স্তরকে বলা হয় বৈরাগ্য, বা অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি অনাসক্তি। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, পরমার্থবাদীকে স্বাবলম্বী হতে হয় এবং তার জীবনের অভাব পূরণ করার জন্য ধনমদান্ধ ব্যক্তিদের কাছে ভিক্ষা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জীবনের একান্ত আবশ্যকতাগুলি, যথা আহার, নিদ্রা, আশ্রয় আদি সমস্যার বিকল্প সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মৈথুন সম্বন্ধে তিনি কোন বিকল্প প্রদর্শন করেননি। যাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বর্তমান, তাদের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা সেই স্তরে উন্নীত না হলে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব ক্রমান্বয়ে সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে অন্তত স্থূল যৌন-বাসনাকে সংযত করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। **(শ্রী.ভা. ২.২.১২)**

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন
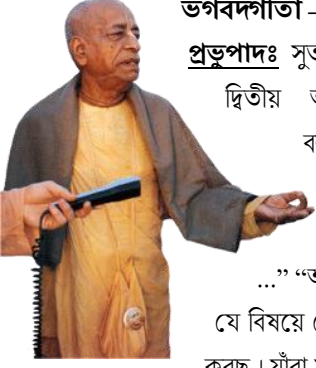
ভগবদগীতা – ৭ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

প্রভুপাদঃ সুতরাং গত দিন আমরা একাদশ, একাদশ, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশতম শ্লোক সম্পর্কে বলছিলাম। শুধুমাত্র পড়। দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশতম শ্লোক।

ভক্তঃ "যদিও সেখানে কখনও ছিল না ..." "অর্জুন তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।"

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। তুমি এটি চিহ্নিত করেছ? কলমের সাহায্যে? হ্যাঁ। তাহলে আমরা এই শ্লোক পাঠ শেষ করেছি। পরবর্তী শ্লোক হচ্ছেঃ

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ .. (ভ.গী. ২/১২)

অনুবাদ কী?

ভক্ত: "এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি ও এই সমস্ত রাজারা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কখনও আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।"

প্রভুপাদ: হ্যাঁ। এখন···

ভক্ত: "···আমরা সবসময়···"

প্রভুপাদঃ কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলছেন, "স্বয়ং-আমি পরমেশ্বর ভগবান, কৃষ্ণ-তোমার নিজের, তুমি, ও অন্যান্য সমস্ত রাজারা এবং সমস্ত যুদ্ধারা, যারা এই বিশাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে, এমন নয় যে আমরা অতীতে ছিলাম না। এবং বর্তমানে আমরা মুখোমুখী। আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা বিরাজমান। এবং ভবিষ্যতেও এভাবে বিরাজমান থাকব।" "এভাবে" অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে। যেমন, আমি একজন স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। তুমি একজন স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। সে একজন স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। এভাবে আমি, তুমি, সে, তারা-প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ- যেভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেক জীবের জন্য একটি বাস্তবতা। তাছাড়া প্রকৃত ক্ষেত্রেও আমাদের নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমার মতের সাথে তুমি সহমত পোষণ নাও করতে পার কারন তোমার স্বাতন্ত্র্য আছে। একইভাবে, আপনার মতের সাথে অন্য ভদ্রলোকও সহমত পোষণ না করতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এটা একটা বিষয়। এটা এমন নয় যে...এক ধরনের দার্শনিক আছেন যারা বলেন যে, আত্মা একটি সমজাতীক, একটি মাত্র সত্তা, ও বিনাশের পর, এই দেহ পূর্ণধ্বংসের পর, আত্মা, একটি বস্তু হিসেবে মিশে যায়। জলের মতো। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখ। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জল রাখ। সুতরাং জল পাত্রের, বাটির, গোলাকার বাটির আকার ধারণ করে। যে পাত্রে জল রাখা হয়। জল গোলাকার আকার ধারণ করে। একই ভাবে সেখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জলের পাত্র আছে, এবং মনে করো সব জল মিশে গেল। সেখানে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সুতরাং তাঁদের তত্ত্ব হল যখন আত্মা মুক্ত হয়, তখন পরমাত্মার সাথে মিশে যায়। ঠিক সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা জল নিয়ে পুনরায় সমুদ্রে রেখে দেওয়ার মতো এবং এটি মিশে যায়। এটি স্বাতন্ত্র্য হারায়। এটি হচ্ছে একটি তত্ত্ব। কিন্তু কৃষ্ণ এখানে বলছেন, "আমি নিজে, তুমি ও অন্য সবাই যারা এখানে সমবেত হয়েছে..." এখানে প্রায় ছয় কোটি লোক যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল। এটা কোন ছোট খাট যুদ্ধ ছিল না। ভারতে ছিল... অবশ্যই, ঐটি ছিল বিশাল বিশ্ব, বিশ্ব যুদ্ধ। যেমন আমরা অনুভব করেছি... আমার মনে হয় তোমরা কেউ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ দেখনি কারণ তোমরা সবাই যুবক। এবং সবাই নবজাতক ছিলে। যখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন আমরা বালক, স্কুলগামীশিশু ছিলাম। ১৯১৪ সালে আমার বয়স ছিল ১৪ বছর, যখন জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং সেটা ছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। তারপর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ১৯৩৯ সালে সংঘটিত হয়েছিল। সেটাও সংঘটিত হয়েছিল জার্মানি, ইংরেজ ও অন্যান্যদের মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রও বিশ্ব যুদ্ধ ছিল কারণ সারা বিশ্বের সমস্ত রাজারা হয় এই পক্ষে বা ঐ পক্ষে যোগদান করেছে। সুতরাং সেটা ছিল সারাবিশ্বের সমস্ত রাজাদের মহা সমাবেশ। এখন কৃষ্ণ বলছেন, "আমি, তুমি বা এই সমস্ত রাজারা যে-ই হোক, যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, তারা স্বতন্ত্র। তারা অতীতে স্বতন্ত্র ছিল, বর্তমানেও স্বতন্ত্র আছে এবং তাদের দেহ পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হলেও স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে"। এখন তুমি কিভাবে সমন্বয় সাধন করবে? দুইটি তত্ত্ব রয়েছে যে, আত্মা মুক্তি লাভ করার পর একটি আত্মাতে পরিণত হয়। জলের ফোঁটার মতো, যদি সমস্ত ফোঁটা সমুদ্রে রাখা হয় তাহলে একটি বস্তুতে পরিণত হয়। সেখানে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। এবং ভগবান কৃষ্ণ বলেন, "তারা তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে এবং কখনও মিশে না"। কিন্তু আমরা এখন স্বীকৃত... আমরা সবাই অনভিজ্ঞ। আমরা অজ্ঞ, প্রকৃতপক্ষে অবস্থান কি, প্রকৃত অবস্থা কি। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণতাও আছে। যেমন তোমাদের প্রত্যেকেরই ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে। এখন, ইতিহাসে অতীতে... মনে কর তোমার বয়স ত্রিশ বা পয়ত্রিস বছর, এবং মনে কর তুমি দুইশত বছর আগের ইতিহাস পড়ছ, তুমি জানতে পারবে তখন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ছিল। এবং বর্তমানে অনুভব করছ যে তারা সবাই স্বতন্ত্র। সমগ্র জীবসত্তা- মানুষ বা পশু বা পাখি বা যেকোন জায়গায়- তুমি দেখতে পাবে সবাই স্বতন্ত্র। তাহলে কেন তুমি বিশ্বাস করছ না যে ভবিষ্যতেও তারা স্বতন্ত্র থাকবে? তুমি কি মানতে পারছ? অতীতেও তারা স্বতন্ত্র ছিল; বর্তমানেও তারা স্বতন্ত্র এবং ভবিষ্যতে কেন তারা স্বতন্ত্র থাকবে না? এটি সাধারনভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তারা ভবিষ্যতেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। যদিও আমাদের এই দুইটি তত্ত্ব, মিশে যাওয়া বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, সম্পর্কে তেমন কোন ধারনা নেই কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র যুক্তিপাতের মাধ্যমে তথ্য পাই যে অতীতে ইতিহাসেও স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিল। বর্তমান সময়েও আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তি দেখতে পাই। সুতরাং ভবিষ্যতে কেন নয়? ভবিষ্যতে সবাই মিশে যাবে এবং একক সত্তায় পরিণত হবে এটা কিভাবে সম্ভব? এটা পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ
What's app - +918007208121
পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি -
http://ebooks.iskcondesiretree.com/index.php?q=f&f=%2Fpdf%2FSrila_Prabhupada_Siksa_Sangraha